যুগান্তর

তারিখ 1 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে ইবি রণক্ষেত্র : আহত ৫০ বন্ধ ঘোষণা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবির সংঘর্ষের ঘটনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ১০ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রোববার রাত ৯টা পর্যন্ত ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ক্যাম্পাস বন্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আজ সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এর আগে রোববার সকালে ছাত্রলীগ-পুলিশ ও শিবিরের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে রূপ নেয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ছাত্রলীগ কর্তৃক আবাসিক হলে লুটপাটের ক্ষতিপূরণ, শিক্ষকদের ওপর ও বিভিন্ন অফিসে হামলাকারীদের বিচারসহ বিভিন্ন দাবিতে ভিসি বরাবর শিবিরের স্মারকলিপি প্রদান-পরবর্তী লিফলেট বিতরণকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। শিবির ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ধাওয়া দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিলে, ছাত্রলীগ পুলিশের সহায়তা নিয়ে শিবির কর্মীদের ধাওয়া করে। এ সময় পুলিশ টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে

রণক্ষেত্র : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

রণক্ষেত্র : ইবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্দেশে পুলিশ ফাঁকা গুলি ও শতাধিক রাউন্ড টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এ সময় দুই পুলিশ সদস্যসহ উভয় পক্ষের ৫০ জন আহত হয়। পরে শিবিরের ধাওয়ার মুখে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। শিবিরের কর্মীরা ছাত্রলীগের ব্যবহৃত দুটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। সংঘর্ষ এড়াতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জানা যায়, ডাইনিংয়ে খাবারের মান বৃদ্ধি, লালন শাহ ও জিয়াউর রহমান হলে ছাত্রলীগ কর্তৃক লুটপাটের বিচার ও ক্ষতিপূরণ, শিক্ষকদের ওপর হামলা, ভিসি অফিসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিসে ভাঙচুর, বহিরাগত মুক্ত ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন দাবিতে রোববার সকাল ১০টায় ইবি শাখা ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ: হাকীম সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি দেয়। পরে অনুষদ ভবনের সামনে শিবির স্মারকলিপি সংবলিত লিফলেট বিতরণ করলে শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে ছাত্রলীগ কর্মীদের কথা কাটাকাটি হয়। এতে হাতাহাতির এক পর্যায়ে সকাল সাড়ে ১০টায় তাদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। শিবির কর্মীরা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ধাওয়া দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়।

পরে ছাত্রলীগ ডায়না চত্বরে আবার সংগঠিত হয়ে শিবির নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে। পুলিশ এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগ দেয়। পুলিশ টিয়ার শেল ও ফাঁকা গুলি চালায়। ছাত্রলীগ ধারালো অস্ত্র, দেশীয় পিস্তলসহ হামলায় অংশ নেয়। এ সময় শিবির ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়, ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। তারা লাঠিসোটাসহ ছাত্রলীগকে ধাওয়া করে। এতে সাদ্দাম হল, ডায়না চত্বর, মেইনগেট, থানাগেটসহ শেখপাড়া বাজার পর্যন্ত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান ডায়না চত্বরে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে আপন, হিটলার, সেলিমসহ ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী তার ওপর হামলা করে।

পরে দুপুর দু'টার দিকে ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাসের মেইনগেটে অবস্থান নেয়। পুলিশ মেইনগেটে অবস্থান নিলে শিবির হল ও টিএসসির সম্মুখের মাঠে অবস্থান নেয়। এ সময় ছাত্রলীগ নেতা শামিম খান, মিজানুর রহমান মিঠু ও শাহরুখের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ আবার শিবিরের ওপর হামলা চালায়। আবার সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্দেশে আবাসিক হলের দিকে ফাঁকা গুলিসহ শতাধিক রাউন্ড টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ। পরে শিবির ছাত্রলীগকে ধাওয়া দিলে ছাত্রলীগের ফেলে যাওয়া দুটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয় শিবির। এদিকে সংঘর্ষ চলাকালে ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করতে গেলে দিগন্ত টিভির ক্যামেরা কেড়ে নেয় ছাত্রলীগের কিছু কর্মী। সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ সদস্য [illegible], মফিজুল, ছাত্রলীগের শাফতার, শামিম খান, বেলাল, রাসেল, হালিম, মিঠু, সাজন শিবিরের ইব্রাহিম, বেলাল, মোস্তাফিজ, আশরাফ, মনির, আনোয়ারসহ প্রায় ৫০ জন আহত হয়। আহতদের ইবি মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

সংঘর্ষের ব্যাপারে ইবি ছাত্রলীগ নেতা শামিম খান বলেন, শিবির আমাদের ওপর হামলা চালিয়ে আমাদের নেতাকর্মীদের আহত করেছে। আমরা এ হামলার বিচার ও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

শিবিরের সভাপতি তারেক মনোয়ার বলেন, আমরা শিক্ষকদের ওপর হামলাকারীদের বিচারসহ বিভিন্ন দাবিতে ভিসি বরাবর স্মারকলিপি দেয়ায় ছাত্রলীগ হামলা করেছে।